**আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, সোমবার, ২৪ ফাল্গুন ১৪১৬, ০৮ মার্চ ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বিশিষ্ট নারী নেত্রীগণ,

পেশাজীবীগণ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

স্বাধীনতার মাস মার্চে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে - যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্মরণ করছি ৩০ লাখ শহীদকে যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের আত্মত্যাগ পুরুষের চাইতে কোনভাবেই কম নয়। অনেক নারী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন ২ লাখ মা-বোন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেসব মা-বোনের যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভ করেছি।

আমি স্মরণ করছি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সেই সব সংগ্রামী নারীদের যাঁরা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন।

সুধিবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ পালিত হচ্ছে। এজন্য এবারের এই দিবসটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে নারী পুরুষের সমতা অর্জন, নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৯১০ সালের ৮ই মার্চ নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন যে সামাজিক পরিস্থিতিতে এই দিবসটি পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন- দীর্ঘ ১০০ বছর পরে আজ আমাদের পরিবারে নারীর মর্যাদা কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। সামাজিকভাবে নারীর অবস্থান কতটুকু দৃঢ় হয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সে কতটা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হয়েছে আর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণে সে কতটা মুক্তি লাভ করেছে তার মূল্যায়ন করতে হবে।

উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ হতে না পারলেও আজ আমরা বলতে পারি, আমাদের অর্জনও উল্লেখযোগ্য। আমাদের অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সর্বত্র আজ নারীর দৃঢ় পদচারণা।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতীয় জীবনে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করেই সংবিধানে নারীর সমঅধিকারের সুস্পষ্ট বিধান রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৭২-এর সংবিধানের ২৭, ২৮ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

জাতির জনক জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য পনেরটি আসন দশ বছরের জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে এই আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ত্রিশে উন্নীত করা হয়। বর্তমান সরকার এই আসন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে পঁয়তাল্লিশে উন্নীত করেছে।

নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাঁর অবদান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের সেবায় নারীদের নিয়োজিত হবার সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে।

আপনারা জানেন, গত নির্বাচনে আমরা সর্বাধিক সংখ্যক নারীকে নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছিলাম। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই সর্বাধিক ৫ জন নারী মন্ত্রীসভায় আছেন। সংসদ উপনেতাও একজন নারী।

আমাদের সময়েই সরকারি চাকুরির উচ্চপর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বাড়ানো হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীতে নারী সদস্য অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা নেয়। আমাদের সময়ই প্রথম সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টে ও আপিল বিভাগে নারী বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। নারীদের মধ্য থেকে সচিব করা হয়।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকতে আমরাই প্রথম সন্তানের বাবার নামের পাশে মায়ের নাম লেখা বাধ্যতামূলক করি। মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি করে ৪ মাস করা হয়।

একজন পুরুষ কর্মকর্তা তাঁর স্ত্রীর ক্ষেত্রে যেসব সুবিধা পান, নারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও তাঁর স্বামীর একই সুবিধা নিশ্চিত করা  হয়েছে।

আপনারা জানেন, আগে কোন পুরুষ বিদেশী মহিলা বিয়ে করলে তাঁর সন্তানেরা নাগরিকত্ব পেতেন, কিন্তু কোন মহিলা বিদেশী নাগরিককে বিয়ে করলে তাঁর সন্তানেরা নাগরিকত্ব পেতেন না। এক্ষেত্রে আমরা আইন করে তাঁদের সন্তানদের নাগরিকত্ব পাবার সুযোগ করে দিয়েছি।

নারীর ক্ষমতায়ন ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবার আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিমালা আরও সময়োপযোগী করে আমরা খুব শিগগিরই অনুমোদন দিতে যাচ্ছি ।

মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক যেসব আইন এখনও চালু আছে সেগুলো আমরা বাতিল করবো।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। আপনারা জানেন, বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা নারী ও মানবাধিকার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণা, ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণা, ১৯৭৯ সালে সিডও সনদ প্রণয়ন করা হয়।

বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার বাস্তবায়নে ও নারীর প্রতি অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ এক একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

নারীর প্রতি বৈষম্য শুরু হয় খোদ পরিবার থেকেই। বিশেষ করে, আমাদের গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মায়েরা পরিবারে ছেলে সদস্যদের প্রতি বেশী নজর দিয়ে থাকেন। খাবার-দাবার থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে মা-রা মেয়ে সদস্যদের যেমন বঞ্চিত করেন, তেমনি নিজেও বঞ্চিত হন। আমি মায়েদের আহবান জানাব, পরিবারের সব শিশুর প্রতি সমান আচরণ করুন। ছেলে ও মেয়েকে আলাদা করে দেখবেন না। মেয়েরা কোন অংশেই ছেলেদের চাইতে কম যোগ্য নয়।

সুধিমন্ডলী,

নারী অধিকার আদায়ে পুরুষদেরই বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে। একবার ভেবে দেখুন, প্রতিটি সংসারে একজন নারী কীভাবে অবদান রেখে চলছেন। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, দেখাশোনার দায়িত্ব মেয়েদের। সংসারে একজন মা সবার শেষে ঘুমাতে যান, তিনিই সবার আগে ঘুম থেকে উঠেন। ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিরতিহীন চলে তার কাজ।

কর্মজীবী মহিলাদের কষ্টটা আরও বেশি। কর্মস্থলে কাজের পাশাপাশি বাড়ীতে এসেও সংসারের সমস্ত কাজ তাকেই করতে হয়। সংসারের পুরুষরা যদি তাকে সাহায্য না করে, তাহলে তার অবস্থাটা কী হয় একবার ভেবে দেখুন?

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় খাত তৈরি পোশাক খাতের ৮৫ ভাগ শ্রমিকই নারী।

নারীগণ নানাভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এর পাশাপাশি নারী ও শিশু পাচার, এসিড নিক্ষেপ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন অমানবিক আচরণ নারী উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

আমরা চাই না আর একটি নারীও সহিংসতার শিকার হোক। একটি নারীও বঞ্চনার শিকার হোক। এ জন্য আসুন নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি। মনে রাখতে হবে- অনেক কিছু আইন করে হয় না। এজন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

নারীদের সমস্যা শুধু তার একার নয় -এ সমস্যা পারিবারিক ও সামাজিক। এ সমস্যা সমাধানে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে সারা দিয়ে এ দেশের নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে এনেছিল। ঠিক একইভাবে সকলে মিলে কাজ করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বছর ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটি  নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন, সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব ইনশাআল্লাহ্। আসুন, নারীর প্রতি আর বৈষম্য নয়, সহিংসতা নয়, সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করে এদেশটাকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।